প্রতিবেদন

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1898 এর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধনপূর্বক সাজা বিষয়ক শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সাজা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই

আইন সমৃদ্ধকরণে
আইন কমিশন

১৯ নভেম্বর ২০২৫

প্রতিবেদন

The Code of Criminal Procedure, 1898 এর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধনপূর্বক সাজা বিষয়ক শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সাজা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই

১৯ নভেম্বর, ২০২৫

সূচীপত্র

১. ভূমিকা	১
২. গবেষণার উদ্দেশ্য	১
৩. গবেষণার কর্মপদ্ধতি	৩
৪. সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতি	৪
৫. সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা	৫
৬. সাজার পরিমান নির্ধারণ বিষয়ক শুনানী (sentencing Hearing)	৫
৬.১ সাজার পরিমান নির্ধারণ বিষয়ক শুনানী (sentencing Hearing) এর বিধানের উৎস	৬
৭. সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (Guidelines)	৭
৭.১. সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (Guidelines) এর উৎস	৭
৭.১.১. Sentencing Council/Commission (সাজা প্রদান সংক্রান্ত কমিশন)	৭
৭.১.২ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত নির্দেশনা (Legislative Guideline)	৮
৭.১.৩ উচ্চাদালতের সিদ্ধান্ত	৮
৮. বাংলাদেশে সাজা প্রদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান	৮
৮.১ : পূর্বের অবস্থা	৮
৮.২. : বর্তমান অবস্থা	৮
৯. সাজার পরিমান নির্ধারন সংক্রান্তে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা	৯
১০. সাজা প্রদান নীতিমালা সংক্রান্তে ভারতের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা	১০
১১. অংশীজনের মতামত	১২
১১.১: সাজা প্রদান সংক্রান্ত শুনানীর বিধান অর্ন্তভুক্তকরণ প্রসঙ্গে অংশীজনের মতামত	১২
১১.১.১: সাজা বিষয়ক শুনানীর বিধান অন্তর্ভুক্তকরণের প্রতিবন্ধকতা	১২
১১.২: নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে অংশীজনের মতামত	১৩
১১.২.১: নীতিমালা প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষ অংশীজনের বিষয়ে মতামত	১৪
১১.২.২: নীতিমালা কার্যকরকরণ প্রসঙ্গে অংশীজনের মতামত	১৪
১১.২.৩: নীতিমালার প্রকৃতি (Nature of the guidelines) প্রসঙ্গে অংশীজনের মতামত	১৪
১২. আইন কমিশনের সুপারিশ	১৪
১৩. উপসংহার	১৫

১. ভূমিকা

দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সাজা প্রদান এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে খালাস প্রদানই ফৌজদারী মামলা বিচারের উদ্দেশ্য। প্রদত্ত সাজা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে বিধায় সাজা প্রদান প্রক্রিয়া ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল অংশ। একারণে সাজার পরিমাণ নির্ধারণে সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হলে বা দোষ স্বীকার করলে তার জন্য উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত সাজার পরিমাণ নির্ধারণ করা সমীচীন। সাজার পরিমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশনার অভাবে উপযুক্ত সাজার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হয় এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়।

গত পাঁচ দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান Legal Framework সংস্কার করে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশে প্রচলিত ফৌজদারী আইনসমূহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করা হলেও সাজা বিষয়ক কোন বিধি বা নীতিমালা প্রণীত হয়নি। একটি রাষ্ট্র কতটা কল্যাণকর বা জন আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল,তা নির্ভর করে ওই রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের কতটুকু আস্থা রয়েছে, তার উপর। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সাজা বিষয়ক আইন বা নীতিমালা প্রয়োজন।

নতুন আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের মাধ্যমে যে কোন আইনী পরিকাঠামো বা Legal System সংস্কার করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে আইন কমিশন কর্তৃক 'The Code of Criminal Procedure, 1898 এর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধনপূর্বক সাজা বিষয়ক শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সাজা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই' এর লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অপরাধীর সাজার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন অথবা আইন সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনী কাঠামোতে সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা সংযোজন করা যায় কিনা তা যাচাই এর লক্ষ্যে আইন কমিশন এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

সাজা প্রদান প্রক্রিয়া ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশে বিদ্যমান ফৌজদারি আইনে অপরাধের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সাজার পরিমাণ নির্ধারণ করা হলেও অপরাধীর সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে শুনানির সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। সাধারণত ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা আদালতের বিচারকগণ সাজা প্রয়োগের ক্ষেত্রে Wide discretionary power ব্যবহার করে থাকেন। Wide discretionary power বা বিস্তৃত স্ববিবেচনা ক্ষমতা সাধারণত বিচারকের মেধা, প্রজ্ঞা এবং ব্যক্তিত্ব তথা Mindset অনুসারে নির্ধারিত হয়ে

থাকে। ফলে, সাজার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারকভেদে অসমতা ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচারিক আদালত প্রদত্ত দণ্ডাদেশ আপিল আদালতে রদ-রহিত অথবা পরিবর্তিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ সাজায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর আনীত ডেথ-রেফারেন্স এর একটি পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় উক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ০১/০১/২০২৪ খ্রি. হতে ৩১/১২/২০২৪ খ্রি. সময়ের মধ্যে রুজুকৃত ৫৭টি ডেথ-রেফারেন্স এর মধ্যে ৩৮টি ডেথ-রেফারেন্স নামঞ্জুর হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৬৬.৬৬% মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল হয়েছে। ০১/০১/২০২৫ খ্রি. হতে ২৪/০৭/২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে দায়েরকৃত ২২টি ডেথ-রেফারেন্স এর মধ্যে ১৯টি ডেথ-রেফারেন্স নামঞ্জুর হয়েছে অর্থাৎ ৮৬.৩৭% ডেথ-রেফারেন্স নামঞ্জুর হয়েছে।

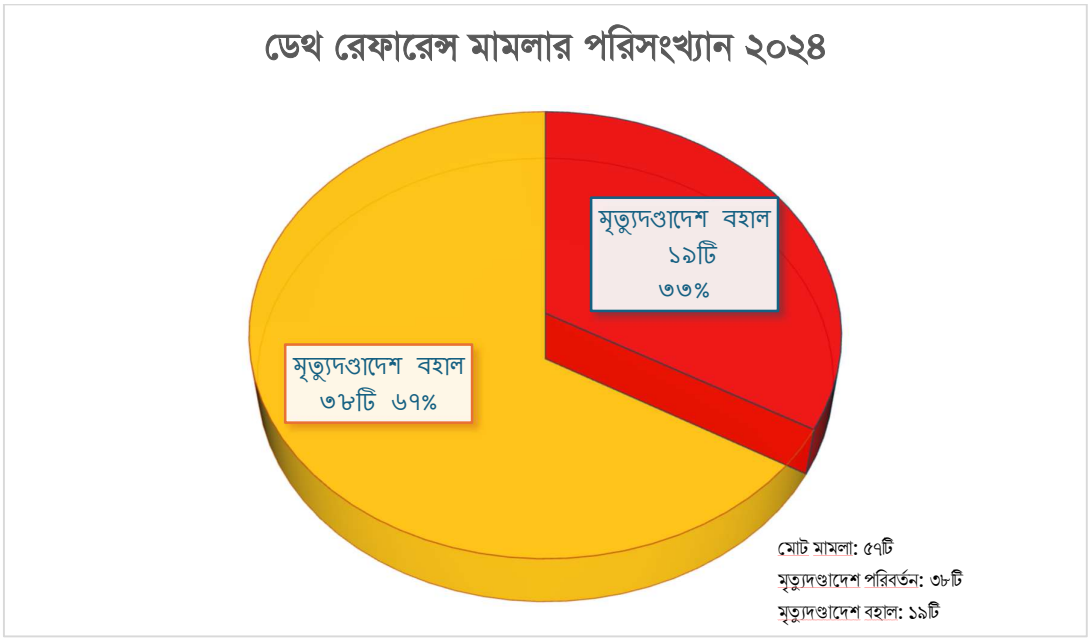

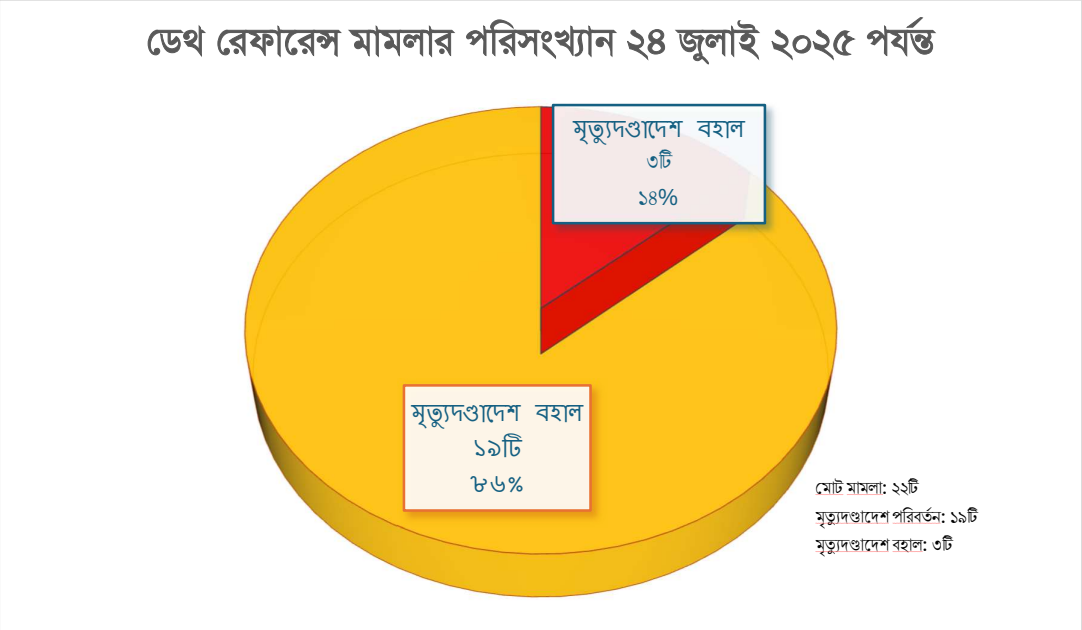

উল্লিখিত পরিসখ্যান হতে এটা সুস্পষ্ট যে, বিচারিক আদালতসমূহের প্রদত্ত দণ্ড বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ডেথ-রেফারেন্স মামলায় বহাল থাকছে না। এই অসমতা ও অসামঞ্জস্যতা দূরীকরনের নিমিত্তে এবং সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্তে আইনী কাঠামো প্রস্তুতের গুরুত্ব নির্ধারণ এবং তার সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

৩. গবেষণার কর্মপদ্ধতি

গবেষণায় মিশ্র-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণায় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়।

গবেষণাকালে ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেপাল, উগান্ডা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ অন্যান্য দেশের সাজা প্রদান সংক্রান্ত আইন ও বিধি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া সাজার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। গবেষণার সুবিধার্থে সাজা প্রদান সংক্রান্ত বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ সংক্রান্তে বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়।

গবেষণার প্রয়োজনে রাজশাহী, যশোর ও ঢাকা জেলায় আয়োজিত সেমিনারসমূহে দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ফৌজদারি আদালতের বিচারক, পাবলিক প্রসিকিউটর (PP), আইনজীবী, সমাজকর্মী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, কারাকর্তৃপক্ষ, আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত

বিভিন্ন এনজিও, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মীর সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে মত বিনিময় করা হয়। এছাড়া আইনের সম্ভাব্য প্রয়োগিক সমস্যা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার প্রারম্ভে গবেষণার বিষয় "ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় দোষী সাব্যস্ত আসামির সাজা-প্রদান বিষয়ক আইনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর সংশোধনী" নির্ধারণ করা হয়। গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অংশীজনের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে রাজশাহীতে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারে সাজা নির্ধারণ সংক্রান্ত পৃথক শুনানীর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হলে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি, প্রায়োগিক জটিলতা উদ্ভব হওয়া, বিচার সংশ্লিষ্টদের দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়া ও বিচারকগণের উপর অনৈতিক প্রভাব বিস্তার এর আশংকা তৈরী হবে মর্মে অধিকাংশ অংশীজন মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্ত না করে সাজার পরিমান নির্ধারণ বিষয়ক অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিকল্প কোন বিধান বা নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে মর্মে অংশীজন প্রস্তাব করেন। সেমিনারে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে কমিশনের নিয়মিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের পরিবর্তে গবেষণার বিষয় "The Code of Criminal Procedure, 1898 এর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধনপূর্বক সাজা বিষয়ক শুনানীর বিধান অর্ন্তভুক্তকরণ এবং সাজা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই" পূণঃনির্ধারণ করা হয়। পুনঃনির্ধারিত বিষয়ে গবেষণার অংশ হিসাবে ঢাকা ও যশোর জেলায় সেমিনার আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে একই বিষয়ে ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা হয়।

উক্ত সেমিনারসমূহে অংশীজন "The Code of Criminal Procedure, 1898 এর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধনপূর্বক সাজা বিষয়ক শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সাজা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই" বিষয়ে মতামত প্রদান করেন এবং সমীক্ষায় অংশ গ্রহন করেন।

৪. সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতি

শাস্তিতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীকে সংশোধন করা এবং ভুক্তভোগী (Victim) কে ন্যায়বিচার প্রদান করা। অপরাধ বিজ্ঞানে ৪ (চার) ধরণের সাজা প্রদান নীতি উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

1) Retribution,
2) Deterrence,
3) Prevention and
4) Reformation or rehabilitation.

উপমহাদেশের বিভিন্ন আদালতসহ বাংলাদেশের উচ্চ আদালত একাধিক মামলায় সাজা প্রদানের নীতি হিসেবে Retribution Theory এর দর্শন হতে উদ্ভুত Proportionality Principle or Just Desert Theory নীতি প্রয়োগের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। Proportionality Principle or Just Desert Theory নীতির অর্থ হলো সমানুপাতিক নীতি অর্থাৎ অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত তথা যথার্থ শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা (Punishment is just because it is deserved). [1]

এছাড়াও একাধিক মামলায় উপমহাদেশের উচ্চ আদালত সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ সাজার পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পরীক্ষা (test) সমূহ প্রতিপালন করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন,[2]

1. Crime test – Offense related circumstances
2. Criminal test – Offender related circumstances
3. Comparative proportionality test
4. Rarest of rare test (R-R test) - only in death sentenced cases.

অর্থাৎ দণ্ড বা সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাধ সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিকতা, অপরাধী সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিকতা, অপরাধ ও তার প্রভাব এর সমানুপাতিক পরীক্ষা এবং মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকতা ব্যতিত সরাসরি উপস্থাপিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাজা প্রদান করতে (R-R test) উচ্চ আদালত নির্দেশনা প্রদান করেন ।

৫. সাজার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ক শুনানী (Sentencing Hearing)

বিচারিক আদালত কর্তৃক অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তার উপযুক্ত দণ্ড নির্ধারণ বিষয়ক শুনানীকে সাজার পরিমান নির্ধারণ বিষয়ক শুনানী বলে, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সাজার পরিমান বৃদ্ধি বা হ্রাসের নিয়ামকসমূহ মূল্যায়ন পূর্বক অপরাধীকে একটি ন্যায্য এবং আনুপাতিক দণ্ড প্রদাণ করা।

৬. সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা

দোষী সাব্যস্তকৃত ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধান প্রয়োজন। দোষী সাব্যস্তকৃত ব্যক্তির সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা ও অসমতা দূরীকরণ

[1] Ataur Mridha Vs State, 15 SCOB (AD) 1; Md. Anwar Sheikh Vs The State, 16 SCOB (AD) 42; Abdul Malik Vs. The State reported in 2006 PLD, SC-365

[2] Bachan Singh Vs State of Punjab (1980) 2 SCC-684, Ataur Mridha Vs State, 15 SCOB (AD) 1

এবং সাজার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধির নিয়ামকসমূহ বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত বিধানের প্রয়োজন রয়েছে। উপরন্তু দোষী সাব্যস্তকৃত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবন এবং ভিকটিম ও সমাজের উপর সাজার প্রভাব বিবেচনা করে দণ্ডিত ব্যক্তির পুনর্বাসন ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে সাজা প্রদান সংক্রান্ত একটি সমন্বিত কাঠামো প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

৬.১ সাজার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ক শুনানী (Sentencing Hearing) এর বিধানের উৎস

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সাজার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ক শুনানীর বিধান প্রণয়ন করেছে। ভারতে The Code of Criminal Procedure, 1973 এর section 235 এ দণ্ড প্রদান সংক্রান্ত শুনানীর বিধান ছিলো। পরবর্তীতে Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 এর section 258(2) এ দায়রা আদালত কৃর্তক এবং section 271(2) এ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কৃর্তক আসামীকে দণ্ড প্রদান সংক্রান্ত শুনানীর বিধান রয়েছে।

শ্রীলংকায় The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 47 of 1999 এর মাধ্যমে সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত শুনানীর বিধান অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে Sentencing Act, 2020 প্রবর্তিত হয়েছে। নেপালে The Criminal Offences (Sentencing and Execution) Act, 2017 কার্যকর রয়েছে। নেপাল তাদের সংবিধানের Article 296 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাজা প্রদান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে। উক্ত আইনের section 4-17 এ দণ্ড প্রদানের সাধারণ নির্দেশনা, section 9 এ পৃথক দণ্ড এর পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে শুনানীর সূযোগ রাখা হয়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী ৩ বছরের অধিক কারাদণ্ড এবং ৩০ হাজার টাকার উপর জরিমানাযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্থকৃত আসামীর দণ্ড বা সাজা প্রদান সংক্রান্ত শুনানির বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত আইনে অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্তকৃত আসামীর দণ্ড বা সাজা প্রদান সংক্রান্ত শুনানি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। ১৯৯৫ সালে কানাডার Criminal Code of Canada, 1995 দ্বারা দণ্ড প্রদান সংক্রান্ত শুনানীর বিধান সংযোজন করা হয়। নিউজিল্যান্ডে Sentencing Act, 2002 এর section 24A হতে Section 31 পর্যন্ত Sentencing procedure সম্পর্কে বিশদ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত আইনে, দোষী সাব্যস্থ ব্যক্তির সাজা সংক্রান্ত শুনানীর পূর্বে Pre-sentence report দেওয়ার বিধান রয়েছে। এছাড়াও উক্ত রিপোর্ট শুনানীঅন্তে সুনির্দিষ্ট দণ্ড নির্ধারণের বিধান রয়েছে। সিঙ্গাপুরে Criminal

Procedure Code, 2010 এর section 228 এ সাজার পরিমান নির্ধারণ বিষয়ক শুনানীর বিধান অন্তভুক্ত রয়েছে।

৭. সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (Guideline)

সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা বলতে এমন নির্দেশনাকে বোঝায় যা অনুসরণ করার মাধ্যমে একজন দোষী সাব্যস্তকৃত ব্যক্তির সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত সাজা প্রদান করা যায়। সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (Guidelines) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদালতের উপর বাধ্যতামূলক নয় বরং নির্দেশনামূলক।

৭.১ সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (Guideline) এর উৎস

বিশ্বের কিছু দেশ Sentencing council এর মাধ্যমে, কোন কোন দেশ পৃথক আইন প্রস্তুতের মাধ্যমে এবং কিছু দেশ উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক সাজা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

৭.১.১. Sentencing Council/Commission (সাজা প্রদান সংক্রান্ত কমিশন)

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, স্কটল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে সাজার পরিমাণ নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন/কাউন্সিল গঠন হয়েছে। গঠিত কমিশন/কাউন্সিল সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের উদ্দশ্যে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস এবং নিউজিল্যান্ডের Sentencing Council দোষীসাব্যস্থকৃত আসামির সাজার পরিমাণ নির্ধারণের নীতিমালা (Guidelines) প্রদান করে থাকে। নিউজিল্যান্ডে Sentencing Act, 2002 এর মাধ্যমে দণ্ড বা সাজা প্রদান প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হয়। যুক্তরাজ্য The Criminal Justice Act, 2003 প্রণয়নের মাধ্যমে সাজা সংক্রান্ত কাঠামো প্রণয়ন করে পরবর্তিতে Sentencing Act, 2020 এ অপরাধের সাজার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নিয়ামকসমূহকে আইনী কাঠামো প্রদান করেছে। এছাড়াও সিঙ্গাপুর-এ দণ্ড বা সাজা সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষার লক্ষ্যে একটি Sentencing advisory panel রয়েছে।

৭.১.২ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত নির্দেশনা (Legislative Guideline)

সিভিল ল' অনুসরণকারী দেশগুলোতে Legislative Guideline কার্যকর রয়েছে। সুইডেন, ইসরাইল এবং ফিনল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে মূল ফৌজদারি আইনে সাজার পরিমাণ নির্ধারণ এবং সাজা-প্রদান বিষয়ক আইন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৭.১.৩ উচ্চাদালতের সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সাজার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উচ্চাদালতের সিদ্ধান্তে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে।

৮. বাংলাদেশে সাজা প্রদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান

বর্তমানে বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট আইন বা নীতিমালা নেই।

৮.১ : পূর্বের অবস্থা

বাংলাদেশে Law Reform Ordinance, 1978 (ordinance no XLIX 08, 1978) এর মাধ্যমে The Code of Criminal Procedure, 1898 সংশোধন পূর্বক section 250K(2) ও section 265K(2) সংযোজনের মাধ্যমে যথাক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও দায়রা আদালত কর্তৃক সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে The Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Ordinance, 1982. Ordinance No. XXIV of 1982 এর section 21 এবং The Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Ordinance, 1983. (Ordinance No. XXXVII of 1983) এর section 3 এর মাধ্যমে The Code of Criminal Procedure, 1898 এ অন্তর্ভুক্ত উক্ত সংশোধন বাতিল করা হয়।

৮.২ : বর্তমান অবস্থা

- The Code of Criminal Procedure এর section 367(5) [ধারা ৩৬৭(৫)] অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রদত্ত রায়ে সাজা প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত

ধারা ব্যতীত অন্য কোন ধারায় প্রদত্ত সাজার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার বাধ্যবাধকতা নেই।

- সাজার পরিমাণ নির্ধারনের ক্ষেত্রে, সাজা হ্রাস বা বৃদ্ধির নিয়ামক (Aggravating or mitigating circumstances) সর্ম্পকে প্রসিকিউশন, দোষী সাব্যস্তকৃত অপরাধী ও ভিকটিম পক্ষের শুনানীর সুযোগ না থাকায় প্রদত্ত সাজার পরিমাণের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা ও অসমতার সৃষ্টি হচ্ছে।
- The Code of Criminal Procedure, 1898 এ আসামীকে সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে Pre-sentence Report প্রদানের কোন বিধান নাই। ফলে আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু, মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে অভিযুক্ত, যৌন নিপীড়নকারীসহ ঘৃণ্য বা জঘন্য অপরাধীর পূর্ববর্তী ইতিহাস (Background) সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলশ্রুতিতে অভিযুক্ত ও ভিকটিমের উভয়েরই ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হওয়ার এবং প্রদত্ত সাজার পরিমাণের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা ও অসমতার আশংকা সৃষ্টি হয়।

৯. সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্তে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত Md. Karamot Ali Alias Rafique Alias Rafiqul Islam vs. The State (2009) 29BLD 250, LEX/BDEC/0184/2008 মামলায় বিচারিক আদালত কর্তৃক সাজার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নেওয়ার মূলনীতি অনুসরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

Rokia Begum alias Rokeya Begum vs. The State [4 SCOB (2015) AD 20] মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে সাজার পরিমাণ নির্ধারনের কোন নীতিমালা বা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রদত্ত সাজা বিচারকের ব্যক্তিগত দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল এবং অভিযুক্তের পক্ষে কম সাজার আবেদন করার বা বিচারক কর্তৃক সাজা হ্রাসের প্রেক্ষাপট (Mitigating circumstance) বিবেচনা করার সুযোগ বিদ্যমান আইনে অনুপস্থিত।

Ataur Mridha alias Ataur vs The State 15 SCOB (2021) AD 1 মামলায় সাজার পরিমাণ নির্ধারণে বিচারকের স্ববিবেচনা ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিতিভাবে প্রয়োগের ফলে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত মামলায় সাজা বিষয়ক নীতিমালা ও একটি সুসংহত আইনি কাঠামো (Properly Crafted Legal Framework) উপযুক্ত সাজার পরিমাণ নির্ধারণকে সহজতর করে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের বিভিন্ন মামলায় প্রদত্ত নির্দেশনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাজার পরিমাণ নির্ধারনের ক্ষেত্রে নিম্নল্লিখিত বিষয় সমূহ বিবেচনার জন্য বিচারকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছেঃ

- অপরাধীর সামাজিক প্রেক্ষাপট
- দোষী সাব্যস্থ ব্যক্তির বয়স, চরিত্র, আর্থিক, পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক অবস্থা,
- সাজার প্রকৃতি
- ভুক্তভোগী, ভিকটিম ও সমাজের উপর সহিংসতার প্রভাব
- দোষী সাব্যস্থ ব্যক্তি অভ্যাসগত বা পেশাগত অপরাধী কিনা
- অপরাধীর উপর প্রদত্ত সাজার প্রভাব
- বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার ফলে দোষী সাব্যস্থকৃত ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা
- অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ প্রদান

১০. সাজা প্রদান নীতিমালা সংক্রান্তে ভারতের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

ভারতীয় উচ্চ আদালত কর্তৃক বিচারিক আদালতসমূহকে সাজা প্রদান সংক্রান্তে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Santa Singh Vs State of Punjab AIR 1976, SC 2386 মামলায় দণ্ড প্রদান সংক্রান্ত শুনানী আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Bachan Singh Vs State of Punjab, 1980 2 SCC-684 মামলায় R-R (Rarest of rare) Test প্রতিপালনে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

Sevaka Perumal etc. Vs State of Tamil Nadu Ref:(1991) 3 SCC 471 মামলায় ভারতের উচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, উভয়পক্ষ প্রস্তুত থাকলে দোষী সাব্যস্তকৃত আসামীর সাজা সংক্রান্ত শুনানী আদালত উক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার দিনই অথবা পরবর্তী তারিখে করতে পারেন।

State vs Bharat Sing (Crl.A.910/2008) মামলায় আসামিকে সাজা প্রদানের পূর্বে প্রবেশন অফিসারের নিকট হতে রিপোর্ট সংগ্রহ করে আদালতকে সাজা প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উক্ত রায়ে সাজা হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Santosh Kumar Satish Bhushon Bariyar Vs State of Maharashtra (2009) 6 SCC 498 মামলায় আদালত সংগঠিত অপরাধের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, অপরাধের প্রভাব, দোষী

সাব্যস্তকরণের প্রভাব সমূহ সহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও উপস্থাপিত সাক্ষ্যের গুণগত মানও প্রাসঙ্গিক মর্মে মতামত প্রদান করেন।

Santa Singh Vs State of Punjab Ref: (1976) 4 SCC 190 মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, দণ্ড প্রদান সংক্রান্ত শুনানীকালে বিরোধীয় বিষয়ে পক্ষগণ অতিরিক্ত সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে অধিকারী হবেন।

উপরোল্লিখিত রায়সহ **Gopal Singh Vs State of Uttarakhand**). **Ref: (2013) 7 SCC 545** মামলায় আদালত দোষী সাব্যস্তকৃত ব্যক্তির সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করছেন।

- অপরাধীর, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশার বিবরণ
- পারিবারিক জীবন ও সামাজিক প্রেক্ষাপট
- মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা
- অপরাধীর পুর্নবাসনের সুযোগ এবং স্বাভাবিক জীবনের ফেরার সম্ভাবনা
- অপরাধীর চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ
- অপরাধের প্রকৃতি ও নৃশংসতা
- অপরাধী ভবিষ্যতে সমাজের জন্য হুমকি ও ক্ষতির কারণ কিনা
- অপরাধ সংঘটনরে পর অপরাধীর মানসিক অবস্থা
- অপরাধী ও ভুক্তভোগীর পারস্পারিক সর্ম্পক, নির্ভরশীলতা ও দায়িত্বশীলতা
- অপরাধীর অপরাধ সংঘটনের পূর্বাবস্থা ইত্যাদি।

পাকিস্তানের উচ্চ আদালতসমূহ বিচারিক আদালতসমূহকে সাজার পরিমাণ নির্ধারনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করেছেনঃ

- উপযুক্ত সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের যান্ত্রিক না হওয়া। (2006PCrLJ 1431)
- অপরাধীর জীবন ও স্বাধীনতার বিষয়ে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখা। (2010 SCMR 949)
- অপরাধীর মানসিকতা বিবেচনা করা,
- অপরাধী, ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা,
- অপরাধীর দোষস্বীকারোক্তি বিবেচনায় গ্রহন করা,
- অপরাধ ও সাজার সমানুপাতিকতা বিবেচনা,

- সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সাজা প্রদানের প্রদানের ক্ষেত্রে তার কারণসমূহ আবশ্যিকভাবে রায়ে উল্লেখ করা।

১১. অংশীজনের মতামত

যেকোনো গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ করে আইন প্রণয়ন বা সংস্কারের ক্ষেত্রে অংশীজনের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থেকে প্রদত্ত মতামত ও তথ্য গবেষণার গুণমান বৃদ্ধি করে গবেষণার ফলাফলকে বাস্তবমুখী ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আইন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার সমূহে অধিকাংশ অংশীজন মতামত প্রদান করেন যে, সাজা নির্ধারণ সংক্রান্ত পৃথক শুনানীর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হলে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি, প্রায়োগিক জটিলতা উদ্ভব হওয়া, বিচার সংশ্লিষ্টদের দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়া ও বিচারকগণের উপর অনৈতিক প্রভাব বিস্তারের আশংকা তৈরী হবে। The Code of Criminal Procedure, 1898 এ সাজার পরিমান নির্ধারণ বিষয়ে শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্ত না করে নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে মর্মে অংশীজন প্রস্তাব করেন।

১১.১: সাজা প্রদান সংক্রান্ত শুনানীর বিধান অর্ন্তভুক্তকরণ প্রসঙ্গে অংশীজনের মতামত

আইন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারসমূহে অধিকাংশ অংশীজন The Code of Criminal Procedure, 1898-এ সাজার পরিমান নির্ধারণ বিষয়ে পৃথক শুনানীর বিধান অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মতামত প্রদান করলেও তন্মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীজন মনে করেন যে, পৃথক শুনানির বিধান মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করবে। আবার Pre-Sentence hearing এর মাধ্যমে Aggravating and Mitigating circumstances আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন এবং আদালত কর্তৃক তদসমূহ বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি করবে মর্মে অংশীজন মতামত প্রদান করেন।

১১.১.১: সাজা বিষয়ক শুনানীর বিধান অন্তর্ভুক্তকরণের প্রতিবন্ধকতা

- **মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্বঃ**

আইন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায়, The Code of Criminal Procedure, 1898-এ সাজার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে পৃথক শুনানীর বিধান অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন আছে মর্মে অংশীজনের মধ্যে অধিকাংশ অংশীজন মনে করেন যে, পৃথক শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্ত করলে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হবে। এছাড়াও দোষী সাব্যস্থকরণের পর দোষী সাব্যস্তকৃত ব্যক্তি রায়ের বিরুদ্ধে এবং জামিনের

প্রার্থনায় উচ্চাদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন, যা মামলার সাজার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ক শুনানী ও মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকে অনিশ্চিত করতে পারে।

- **মামলার পরিচলন ব্যয় বৃদ্ধি**

The Code of Criminal Procedure, 1898-তে পৃথক শুনানীর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হলে মামলার দীর্ঘসূত্রিতার প্রেক্ষিতে মামলার পরিচলন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, যা আদালত ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিচারপ্রার্থীর আস্থাহীনতা তৈরী করবে।

- **প্রায়োগিক জটিলতার সৃষ্টি**

The Code of Criminal Procedure, 1898-তে পৃথক শুনানীর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হলে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রদত্ত রায় ও সাজা প্রদান সংক্রান্ত আদেশ একত্রে একটি রায় হিসাবে বিবেচিত হবে কিনা, উক্ত রায় ও আদেশ পৃথকভাবে বা একত্রে আপিলযোগ্য হবে কিনা, দোষী সাব্যস্থকরণের কতদিনের মধ্যে সাজা প্রদান সংক্রান্ত শুনানীর তারিখ ধার্য হবে এবং কত দিনের মধ্যে শুনানী সমাপ্ত করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে জটিলতা তৈরী করবে। অংশীজনের ৪৭% মনে করেন সাজা বিষয়ক পৃথক শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্ত করলে প্রায়োগিক জটিলতার সৃষ্টি হবে, যা মামলার শুনানীর পর্যায়ে নতুনস্তর (stage) সৃষ্টিসহ দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করবে। এছাড়াও ৫৭% অংশীজন বলেন, পৃথক শুনানির বিধান অন্তর্ভুক্ত করলে বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়ার ও বিচার প্রক্রিয়ায় অবৈধ প্রভাব সৃষ্টি করার প্রেক্ষাপট তৈরী হবে।

১১.২: নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে অংশীজনের মতামত

আইন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ Capital Punishment সহ সকল মামলার ক্ষেত্রে নীতিমালা (Guideline) প্রণয়নের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। সাজার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ক কোন গাইডলাইন না থাকায় সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকগণ তাদের Mindset অনুযায়ী সাজার ধরণ ও মেয়াদ নির্ধারণ করায় প্রায়শই একই ধরনের অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন মামলায় ভিন্ন ভিন্ন আদালত কর্তৃক সাজার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে মর্মে অংশীজনের ৭২ শতাংশ মতামত প্রকাশ করেন।

১১.২.১: নীতিমালা প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষ বিষয়ে অংশীজনের মতামত

নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে অনেক অংশগ্রহণকারী মতামত প্রদান করেন যে, গাইডলাইন প্রস্তুতের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও আইন কমিশন সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রস্তুত করতে পারে। আবার সরকার বিচারক, আইন গবেষক, আইনজীবীসহ সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত পৃথক Sentencing Council/commission গঠন করে সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রস্তুত করতে পারে।

১১.২.২: নীতিমালা কার্যকরণ প্রসঙ্গে অংশীজনের মতামত

সুপ্রীম কোর্ট Practice Manual তৈরী করতে পারেন, যা একটি সাধারণ নির্দেশনামূলক গাইডলাইন (General Prescriptive Guideline) হতে পারে মর্মে অংশগ্রহকারীগণ অভিমত প্রদান করেন। এছাড়াও সাজার পরিমান নির্ধারণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন বা অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকর করা যেতে পারে মর্মে অংশগ্রহকারীগণ মতামত প্রদান করেন।

১১.২.৩: নীতিমালার প্রকৃতি প্রসঙ্গে অংশীজনের মতামত

সাজার পরিমান নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা ১) সাধারণ নির্দেশনামূলক নীতিমালা (General prescriptive guideline) এবং ২) বর্ণনামূলক নীতিমালা (Descriptive Guideline) হতে পারে। তবে অধিকাংশ অংশীজন সাধারণ নির্দেশনামূলক নীতিমালা (General prescriptive guideline) প্রণয়নের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও অপরাধের ভিন্নতা অনুযায়ী নীতিমালা (offence-based guideline) প্রণয়ন করা যেতে পারে মর্মে অনেকে অভিমত প্রদান করেন।

১২. আইন কমিশনের সুপারিশ

- সুপ্রীম কোর্ট Practice Direction এর মাধ্যমে গাইডলাইন প্রস্তুত করতে পারেন।
- আইন কমিশন সাজা প্রদান বিষয়ক নীতিমালা প্রস্তুত অন্তে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সুপারিশ প্রেরণ করতে পারে।

- সাজা প্রদান বিষয়ক আইন প্রণয়ন/অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে এ বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক তৎসংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞ (বিচারপতি, বিচারক, আইনজীবী, গবেষক) সমন্বয়ে একটি Sentencing Commission গঠন করা যেতে পারে।

- বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি সাধারন গাইডলাইন জারী করা যেতে পারে।

- গাইডলাইনসমূহ নির্দেশনামূলক হতে পারে, যা যতদূর সম্ভব প্রয়োগযোগ্য (as far as practicable) হবে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে সাজার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় সাজার পরিমাণ নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন আদালত একই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদ ও প্রকৃতির সাজা প্রদান করছেন। সাজার উক্তরূপ ভিন্নতা ন্যায় বিচারের মৌলিক নীতি-ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায়। সাজার পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছ ও ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা অর্জিত হবে।

আইন কমিশন সাজার পরিমান নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রস্তুত করেছে, যা এতসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংলাগ - ক

সাজার পরিমান নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা

সাজার পরিমান নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা

১. নীতিমালার উদ্দেশ্য:

বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা, ভিকটিমের ক্ষতি ও অপরাধীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মত বিষয়গুলি বিবেচনায় গ্রহণের নির্দেশনা প্রদাণ এবং সাজা প্রদাণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা, স্বচ্ছতা এবং আনুপাতিকতার নীতি প্রয়োগ করা সাজা প্রদানের নীতিমালার উদ্দেশ্য।

২. নীতিমালার পরিধি এবং প্রযোজ্যতা:

এই নীতিমালা বাংলাদেশের সকল ফৌজদারি আদালতের জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে এই নীতিমালা ন্যায়বিচারের স্বার্থে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে আদালতের স্পষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য।

৩. সংজ্ঞা

৩.১. আসামি: অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত বা মামলা বিচারাধীন রয়েছে, এমন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ।

৩.২. সাজা বৃদ্ধির নিয়ামক (Aggravating factors): অপরাধ, ভিকটিম বা অপরাধীর সাথে সম্পর্কিত যে সকল কারণ বা নিয়ামক অপরাধীকে অপেক্ষাকৃত অধিক সাজা প্রদান করার জন্য বিবেচ্য।

৩.৩. সাজা হ্রাসের নিয়ামক (Mitigating factors): অপরাধ, ভিকটিম বা অপরাধীর সাথে সম্পর্কিত যে সকল কারণ বা নিয়ামক অপরাধীকে অপেক্ষাকৃত কম সাজা প্রদান করার জন্য বিবেচ্য।

৩.৪. অপরাধ: "অপরাধ" বলতে কোনো কাজ করা বা করা হতে বিরত থাকা, যা বাংলাদেশে বলবৎ যেকোনো আইন দ্বারা শাস্তিযোগ্য।

৩.৫. অপরাধী: যে ব্যক্তিকে অপরাধ করার জন্য আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৩.৬. সাজা: কোনও বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সাজা বা দণ্ড।

৩.৭. ভিকটিম: অপরাধমূলক কর্মের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, আহত বা নিহত ব্যক্তি।

৩.৮. ফৌজদারি আদালত: The Code of Criminal Procedure, 1898 এর section 6 এ বর্ণিত ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা আদালত এবং বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত যে সকল আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত।

৪. সাজা প্রদানের উদ্দেশ্য

(ক) বেআইনি আচরণ নিরুৎসাহিত করা;

(খ) কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অপরাধীকে সমাজ থেকে পৃথক রাখা;

(ঘ) অপরাধীকে সমাজে পুনর্বাসন এবং সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা;

(ঙ) ভিকটিমকে ক্ষতিপূরণ প্রদান;

(চ) অপরাধীকে সাজা প্রদান;

(ছ) জনসাধারণের সুরক্ষা বিধান;

৫. সাজা নির্ধারণের সাধারণ নীতিমালাঃ

(ক) অপরাধের মাত্রা বা অপরাধের ফলে সংঘটিত ক্ষতি বা ক্ষতির সম্ভবনার মাত্রা;

(খ) অপরাধের প্রকৃতি;

(গ) অপরাধের সাথে সাজার সামঞ্জস্যতা রক্ষা;

(ঘ) ভিকটিম বা সমাজের উপর অপরাধের প্রভাব;

(ঙ) অপরাধীর শিক্ষা, কর্ম, পরিবার, সম্প্রদায় বা সাংস্কৃতিক পটভূমি;

(চ) অপরাধী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা প্রদান করার সম্ভবনা;

(ছ) অপরাধ সংঘটন হতে সাজা প্রদান পর্যন্ত বিদ্যমান পরিস্থিতি;

(জ) পূর্বের কোনো অপরাধে অপরাধীর দোষী সাব্যস্ততা;

(ঝ) প্রদত্ত সাজা অপরাধের মাত্রার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;

৬. সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(ক) সাজার পরিমান বৃদ্ধির কারণ;

(খ) সাজার পরিমান হ্রাসের কারণ;

৬(ক). সাজার পরিমান বৃদ্ধির সম্ভাব্যকারণসমূহঃ

১. একাধিক ভিকটিমের প্রতি সংঘটিত ধারাবাহিক অপরাধ;

২. অপরাধটি সুপরিকল্পিত বা সংঘবদ্ধ;

৩. অপরাধটি প্রকৃত অর্থে গুরুতর সহিংস বা সহিংসতার হুমকি সম্বলিত;

৪. অপরাধে অকারণ নিষ্ঠুরতা জড়িত;

৫. অপরাধে মারাত্মক অস্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার বা ব্যবহারের হুমকি সম্বলিত;

৬. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি বা অঙ্গে আঘাত;

৭. অপরাধীর সাজার পূর্ববর্তী রেকর্ড;

৮. অপরাধের প্রমাণ গোপন বা বিনষ্টের বিষয় জড়িত;

৯. সংঘবদ্ধ অপরাধ;

১০. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির অবমাননা বা অপমান;

১১. শিশুর উপস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধ;

১২. অপরাধটি শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত;

১৩. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিটি দুর্বল বা অরক্ষিত (Vulnerable), উদাহরণস্বরূপ-শিশু বা অতিবৃদ্ধ বা অক্ষম বা ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বা পেশাগত কারণে জনবিচ্ছিন্ন কর্মী (যেমন: হাসপাতালে কর্মরত ব্যক্তি, ট্যাক্সি ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার বা অন্যান্য গণপরিবহন কর্মী, ব্যাংক টেলার বা সার্ভিস স্টেশন পরিচারক ইত্যাদি;)

১৪. অপরাধটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ;

১৫. অপরাধটি জননিরাপত্তা বিবেচনা না করে সংঘটিত;

১৬. অপরাধটিতে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর গুরুতর ঝুঁকি বিদ্যমান;

১৭. অপরাধটি নির্দিষ্ট ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত উৎপত্তি, অঞ্চল, ভাষা, লিঙ্গ পরিচয় বা বয়স বা নির্দিষ্ট অক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রসূত;

১৮. অপরাধটি পুলিশ অফিসার, জরুরি পরিষেবা কর্মী, সংশোধন কর্মকর্তা, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, প্রসিকিউটর, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, বা জনকল্যানমূলক কার্যে নিয়োজিত অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তার পেশাগত কারণে সংঘটিত;

১৯. অপরাধটিতে নির্দিষ্ট এলাকা বা সম্প্রদায়ের ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা;

২০. অপরাধী কর্তৃক ভিকটিমকে অপরাধের অভিযোগ করতে বাধা;

২১. ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অপরাধ গোপন;

২২. অপরাধী সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য এবং অপরাধে তার মূখ্য ভূমিকা;

২৩. ভিকটিমের সম্পত্তি নিজের বা অন্য ব্যক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রূপান্তর;

২৪. অপরাধী ও ভিকটিমের মধ্যকার বিশ্বাস বা কর্তৃত্বের সম্পর্কের অপব্যবহার ;

২৫. আন্তঃদেশীয় সীমান্তে সংঘটিত অপরাধ;

২৬. অপরাধে বিস্ফোরক বা রাসায়নিক বা জৈবিক এজেন্টের ব্যবহার বা ব্যবহারের হুমকি;

২৭. অপরাধী কর্তৃক ভিকটিমকে মাদকদ্রব্য, অ্যালকোহল বা অন্য কোনও নেশাজাতীয় পদার্থ গ্রহণে বাধ্য বা বাধ্যের চেষ্টা ;

২৮. জ্ঞাতসারে যৌন সংক্রামক রোগের অপরাধমূলক বিস্তার;

২৯. জামিন, প্যারোল বা প্রবেশনে থাকাবস্থায় অপরাধ সংঘটন;

৩০. অপরাধীর পূর্ববর্তী, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক পটভূমি,

৩১. আদালতের বিবেচনায় অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক কারণ।

৬(খ) সাজার পরিমান হ্রাস এর সম্ভাব্যকারণসমূহঃ

১. অপরাধে সৃষ্ট আঘাত, মানসিক ক্ষতি বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি, যা গুরুতর নয়;

২. অপরাধটি সুপরিকল্পিত বা সংগঠিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের অংশ নয়;

৩. সংঘবদ্ধ চক্র কর্তৃক সংঘটিত অপরাধে অপরাধীর গৌণ ভূমিকা;

৪. অপরাধীর প্রথম অপরাধ অথবা অপরাধী সংশ্লিষ্ট বা অনুরূপ অপরাধে ইতিপূর্বে দণ্ডিত নয়;

৫. অপরাধ সংঘটনে ভিকটিম কর্তৃক অপরাধীকে গুরুতর প্ররোচনা;

৬. অনিচ্ছাকৃতভাবে কর্তব্য পালনে অবহেলার ফলে সংঘটিত অপরাধ;

৭. বয়স বা অন্য কোনও অক্ষমতার কারণে অপরাধী কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল নয়;

৮. অপরাধী উত্তম চরিত্রের অধিকারী;

৯. অপরাধ পুন:সংঘটনের সম্ভাবনা ক্ষীণ;

১০. অপরাধীর পুর্ণবাসনের সমূহ সম্ভাবনা;

১১. অপরাধী কর্তৃক স্বীয় অপরাধের সংবাদ প্রদান;

১২. অপরাধী কর্তৃক তদন্তকালে সহযোগিতা;

১৩. বিচার চলাকালে অপরাধীর দোষ স্বীকার;

১৪. পারিবার ও সামাজের প্রতি অপরাধীর দায়িত্ব;

১৫. কারাবাসের ফলে সৃষ্ট অপরাধীর পারিবারিক বা আর্থিক কষ্ট;

১৬. ভিকটিম কর্তৃক ক্ষমা;

১৭. অপরাধী কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রত্যার্পন (Restitution) বা ক্ষতিপূরণ প্রদান;

১৮. অপরাধীর অনুশোচনা,

১৯. আত্মসাৎকৃত অর্থ বা বস্তু ফেরত দেওয়া;

২০. বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এবং উক্ত কারণে অপরাধীর মানসিক যন্ত্রণা;

২১. অপরাধীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক পটভূমি,

২২. আদালতের বিবেচনায় অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক কারণ।

সংলাগ - খ

Sentencing Guidelines in the Criminal Justice System in Bangladesh

Sentencing Guidelines in the Criminal Justice System in Bangladesh

1. Objectives of guidelines:

The sentencing guidelines aim to provide guidance to judges and magistrates on how to take into account factors such as the gravity of the offense, harm caused to the victim and offender related circumstances when imposing sentences, and to apply the principles of consistency, transparency and proportionality in sentencing.

2. Scope and application of the Guidelines

These guidelines will be applicable to all Criminal Courts of Bangladesh. For the interest of justice if the court has clear and justified reason, the court may not follow the guidelines in exceptional cases but not as a general rule.

3. Definitions

i) Accused:

a person or group of people who are charged with or on trial for a crime.

ii) Aggravating factors:

Aggravating factors are those factors particular to the offence, the victim or the offender which the sentencing court consider as meriting a higher punishment.

iii) Mitigating factors:

Factors are those connected to the commission of the offence, the offender or the victim which the sentencing court consider as meriting a lesser punishment.

iv) Offence:

"offence" shall mean any act or omission made punishable by any law for the time being in force in Bangladesh.

v) Offender:

A person who has been found guilty of committing an offence or crime.

vi) Sentence:

The punishment awarded by a judge or a magistrate to a person who has been convicted of a crime.

vii) Victim:

A person harmed, injured or killed as a result of a crime.

viii) Criminal Court:

Magistrate and Sessions Courts as defined in Section 6 of The Code of Criminal Procedure, 1898 and all courts, tribunals or special courts under other laws in force in Bangladesh.

4. **Purpose of sentencing**

(a) denouncing unlawful conduct;

(b) deterring a person from committing an offence;

(c) if necessary, separating an offender from society;

(d) assisting in rehabilitating and re-integrating an offender into society;

(e) providing reparation for harm done to a victim;

(f) punishment of offenders;

(g) protection of the public at large.

5. **General principles of sentencing:**

(a) The gravity of the crime or the degree of harm or probable harm caused by the offence;

(b) The nature of the offence;

(c) The proportionality of the sentence to the offence;

(d) The impact of the offence on the victim or society;

(e) The education, work, family, community or cultural background of the offender;

(f) The likelihood of the offender making or providing compensation to the victim;

(g) The circumstances existing from the commission of the offence to the imposition of the sentence;

(h) The conviction of the offender for previous offence;

(i) The sentence imposed is not disproportionate to the gravity of the offence;

6. **Considering factors in sentencing**

(a) The Aggravating factors

(b) The Mitigating factors

6(a). Aggravating factors

(i) the offence involved multiple victims of a series of criminal acts, the offence was meticulously planned or organized criminal activity,

(ii) the offence involved the actual or threatened use of grave violence,

(iii) the offence involved gratuitous cruelty,

(iv) the offence involved the actual or threatened use of a deadly, weapon,

(v) the part of the victim's body in which the harm or injury was caused,

(vi) the offender has a record of previous convictions, whether there was any attempt to conceal or dispose of evidence, involvement in an organized crime, degradation or humiliation of the victim,

(vii) the offence was committed in the presence of a child,

(viii) the offence was committed by abusing a child,

(ix) the victim was vulnerable, for example- child or aged or disable or geographically isolated or isolated due to occupation (such as a person working at a hospital, taxi driver, bus driver or other public transport workers, bank tellers or service station attendant etc.

(x) the action of the offender was a risk to national security,

(xi) the offence was committed without considering public safety,

(xii) the offence involved a grave risk of death to another person or people,

(xiii) the offence was motivated by hatred for or prejudice against a group of people to which the offender believed the victim belonged (such as people of a particular religion, racial or ethnic origin, language, sexual orientation or age, or having a particular disability),

(xiv) the victim is a police officer, emergency services worker, correction officer, judicial officer, prosecutor, law enforcement officer, health worker, teacher, or other

public official exercising public or community functions and the offence arose because of the victim's occupation,

(xv) the rampant nature of the offence in the area or community,

(xvi) threats by the offender to prevent the victim reporting the offence,

(xvii) deliberate concealment of offence from authorities,

(xviii) the offender was a part of a gang and the role of the offender was vital while committing crime,

(xix) conversion of the property for use of self or another person,

(xx) the offender abused a position of trust or authority in relation to the victim,

(xxi) cross-border crime,

(xxii) the offence involved the actual or threatening use of explosives or a chemical or biological agent,

(xxiii) the offence involved the offender causing the victim to take, inhale or be affected by a narcotic drug, alcohol or any other intoxicating substance,

(xxiv) Criminal transmission of STD,

(xxv) the offence was committed while the offender was on bail, Parol and probation in relation to an offence or alleged offence,

(xxvi) age, educational qualifications, family background of the offender,

(xxvii) any other factors as the court may consider relevant.

6(b). **Mitigating factors**

(i) the injury, emotional harm, loss or damage caused by the offence was not substantial,

(ii) the offence was not part of a planned or organized criminal activity,

(iii) a subordinate or lesser role of the offender in a group or gang involved in the commission of the offence,

(iv) the fact that the offender is a first offender with no previous conviction or no relevant or recent conviction,

(v) grave provocation by the victim,

(vi) whether the act is a result of non-deliberate neglect of duty,

(vii) the offender was not fully aware of the consequences of his or her actions because of the offender's age or any disability,

(viii) the offender was a person of good character,

(ix) the offender is unlikely to relapse,

(x) the offender has good prospects of rehabilitation,

(xi) self-reporting of the crime by the offender,

(xii) cooperation during investigation

(xiii) early plea of guilt by the offender,

(xiv) the offender's responsibilities towards his family,

(xv) family or financial hardship resulting from incarceration,

(xvi) victim's forgiveness,

(xvii) voluntary restitution or compensation made the offender,

(xviii) remorse shown by the offender,

(xix) refund of money or items misappropriated,

(xx) delay in the trial and mental agony suffered by the offender during the prolonged trial,

(xxi) age, educational qualifications, family background of the offender,

(xxii) any other factor as the court may consider relevant.